হীনমন্যতা

01-June-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পানও শরয়ীভাবে জায়িয নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারনভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া, পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকে**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا

www.dawateislami.net

হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো: হীনমন্যতা। ✲ হীনমন্যতা কি? ✲ এর কুফল কি? ✲ হীনমন্যতা থেকে কিভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব? ✲ দ্বীনে ইসলাম এ ব্যাপারে আমাদের কি নির্দেশনা দিচ্ছে? আজ আমরা এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করবো।

হীনমন্যতা কি?

হীনমন্যতা হলো একটি মানসিক রোগ, ইংরেজিতে এটাকে Infiriority Complex (ইনফিরিউরিটি কমপ্লেক্স) বলা হয়। Complex

www.dawateislami.net

(কমপ্লেক্স) এর অর্থ: গোপন মনোভাব আর Infiriority অর্থ: নিকৃষ্ট, হীন। সুতরাং Infiriority Complex (ইনফিরিউরিটি কমপ্লেক্স) অর্থ হবে: নিজেকে হীন, নিকৃষ্ট মনে করার গোপন মনোভাব।

হীনমন্যতা সত্যিকার্থে একটি তুলনা (Comparison)। যখন কোন বান্দা নিজেকে অন্য কারো সাথে তুলনা (Comparison) করে তো এর দুইটি দিক হয়: (১) একটি হলো বান্দা তার কোন বৈশিষ্ট সামনে রেখে তুলনা (Comparison) করে যেমন ✲ আমার নিকট টাকা আছে, আমার সামনের ব্যক্তি গরীব ✲ আমার গাড়ি আছে, অমুকের গাড়ি নেই ✲ আমার কাপড় ভালো, সামনের মানুষটির পোশাক ভালো নয় ইত্যাদি। তুলনা করার এই অবস্থাটা শ্রেষ্ঠত্ব মনোভাবের কারণ হয়ে থাকে (২) দ্বিতীয় অবস্থা হলো বান্দা নিজেকে কোন দূর্বল, কোন বঞ্চিত ব্যক্তির সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের তুলনা করা, যেমন; অমুক ধনী আমি গরীব, অমুক আমার চেয়েও সুন্দর ইত্যাদি। তুলনা করার এই দিকটা হীনমন্যতার কারণ হয়ে থাকে।

মনোভাব উঁচু হোক বা হীন, এই দু'টিই ক্ষতিকর, কেননা উচ্চ মনোভাব মানুষকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায় আর হীন মনোভাব মানুষকে হতাশা ও হিংসার দিকে ধাবিত করে।

হীনমন্যতার একটি মূল কারণ

হীনমন্যতা কেন হয়? এর বড় ও মূল কারণ হলো আমাদের সমাজ, আমাদের প্রতিবেশি, আমাদের চিন্তাধারা ✲ আমাদের সমাজের লোকেরা অপরকে নিয়ে মজা করে ✲ তাদের অহেতুক সমালোচনা করে ✲ বেচারার চোখ নেই তো তাকে অন্ধ বলে তাকে ঠাট্টা করে ✲ যার পা

www.dawateislami.net

ভালো নেই তাকে লেংড়া বলে ✲ লম্বা মানুষকে লম্বু ✲ কালো মানুষকে কালো বলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়, এতে সম্মুখস্ত ব্যক্তি হীনমন্যতার স্বীকার হয়ে যায় ✲ পিতামাতা সন্তানের উপর অহেতুক রাগ করে থাকে, তাদেরকে সবসময় বকতে থাকে, তাদের দোষ ত্রুটি বের করতে থাকে, এতে সন্তানদের আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং তারা হীনমন্যতার স্বীকার হয়ে যায় ✲ বন্ধুরা যখন সবাই একসাথে বসে তখন কোন একজনের ক্লাস শুরু করে দেয়, এতে শব্দগুচ্ছ ও অট্টহাসি দিয়ে মজা করে থাকে, তাদের এই বিষয়ে কোন অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না যে, আমাদের বন্ধু যে প্রকশ্যে মুখ কেলিয়ে হাসছে, তার অন্তরে কি অতিবাহিত হচ্ছে? এভাবে সম্মান ক্ষুন্ন হয়ে থাকে আর সম্মুখস্ত ব্যক্তি অনেক সময় হীনমন্যতার স্বীকার হয়ে যায় ✲ বিধবা মহিলার উপর যখন ঠাট্টার তীর ছুড়ে মারা হয় ✲ যার কোন সন্তান নেই, তাকে জ্বালাময়ী কথা শুনানো হয়ে থাকে ✲ নিজেদের সন্তানদের ভালো থেকে ভালো জিনিস যারা নিয়ে দেয় আর এতিমদের মাথায় হাত রাখে না ✲ এতিমদেরকে যখন সমাজে অসহায় করে ছেড়ে দেয়া হয় তখন এই আচরণ সম্মুখস্ত ব্যক্তির মাঝে হীনমন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

১৫ বছর বয়সে চুল সাদা হয়ে গেলো...!

✲ ৮ রমযানুল মুবারক, ১৪৪০ হিজরিতে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আসরের নামাযের পর মাদানী মুযাকারার অনুষ্ঠান ছিলো, এক ইসলামী ভাই কল করে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে প্রশ্ন করলেন: আমার বয়স ১৫ বছর, আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, আমি কোথাও গেলে লোকেরা আমাকে নিয়ে মজা করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লোক কতো ঠাট্টা করে!! হয়তো এই ইসলামী ভাইও মানুষের হাসি ঠাট্টার কারণে হীনমন্যতার শিকার ছিলো, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাকে বুঝাতে গিয়ে বললেন: **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছা, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকুন, মনে কষ্ট আনবেন না, মনে কষ্ট আনলো তো আপনি বঞ্চনার মনোভাবে শিকার হবেন এবং সামনে উন্নতী করা কঠিন হয়ে যাবে।

কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করিও না...!!

উৎসর্গিত হয়ে যান! ইসলামের সমুজ্জল শিক্ষার প্রতি, কেননা ইসলাম হীনমন্যতা সৃষ্টিকারী এসব বিষয়াদির ব্যাপারে পূর্বেই নিষেধ করে দিয়েছে, **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! পুরুষেরা অন্য পুরুষদের নিয়ে হাসাহাসি করিওনা হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়েও উত্তম।

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ মু'মিন বিদ্রুপকারী হয়না, না অভিশাপ প্রদানকারী হয়, না অশ্লিল আলাপকারী হয়ে থাকে, না হাসি ঠাট্টাকারী হয়।

(তিরমিযি, হাদীস: ১৯৭৭, পৃষ্ঠা: ৪৮১)

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! মানুষকে কোন মানুষ বানায়নি, বরং মানুষকে সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, **আল্লাহ পাক** বানিয়েছেন, মানুষ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? আসুন এই প্রসঙ্গে কুরআনে

www.dawateislami.net

পাকের আয়াতে মুবারকা শুনি, পারা ৩০, সূরা তীন, আয়াত নাম্বার ৪ এ রয়েছে:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ

(পারা ৩০, সূরা তীন, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: **আল্লাহ পাক** আনজির, যায়তুন, সীনা পর্বত ও মক্কা নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, নিশ্চয় আমি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, তাদের অঙ্গে সৌন্দর্য দান করেছি, তাদেরকে পশুদের মতো ঝুকানো নয় বরং সোজা দন্ডায়মান বানিয়েছি, তাদেরকে পশুদের ন্যায় মুখ দিয়ে ধরে নয় বরং নিজের হাতে ধরে আহারকারী বানিয়েছি আর তাদেরকে জ্ঞান, বোধশক্তি, বিবেক এবং কথা বলার যোগ্যতা দ্বারা সজ্জিত করেছি। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩০, সূরা তীন, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৪, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৭৫৫)**

আল্লাহ্ পাকের পরিচয় অর্জন করার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি মানুষ **আল্লাহ্ পাকে**র অন্যান্য সৃষ্টিকে সামনে রেখে নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তবে তার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, **আল্লাহ্ পাক** তাকে খুব সুন্দর আকৃতি (বাহ্যিক আকৃতি) ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য (বাতেনী বৈশিষ্টের মতো সুন্দর চরিত্র ইত্যাদি) কতো মহান নেয়ামত দান করেছেন আর এই বিষয়ে যতো বেশি গবেষনা করবে ততো বেশি **আল্লাহ্ পাকে**র মহত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন হবে আর বান্দা এই মহান নেয়ামতকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করবে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩০, সূরা তীন, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৪, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৭৫৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ধরন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক উচ্চ মর্যাদার সাহাবি ছিলেন, তাঁর পা পাতলা ছিল, একবার তিনি মিসওয়াক ভাঙ্গার জন্য গাছে উঠলেন তো হঠাৎ বাতাস আসলে তার কাপড় সরে যায় আর তাঁর পা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, সেখানে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি পায়ের দিকে গেলে, তারা হাসতে লাগলো, এতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঐ সত্তার শপথ, যার আয়ত্তে আমার প্রাণ! আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের পা মিযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড় অপেক্ষা বেশি ওজন হবে।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৯১, হাদীস: ৪০৭২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে যাও...!

একবার এক ব্যক্তি **রাসূলে পাকের** দরবারে উপস্থিত হলো, তার কোন প্রয়োজন ছিল আর সে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করতে চাচ্ছিলো কিন্তু যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সামনে উপস্থিত হলেন তখন তার মাঝে নবুয়তের প্রভাব জারী হয়ে গেলো আর সে কাঁপতে লাগলো, তার এই অবস্থা দেখে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: শান্ত হও! আমি (দুনিয়াবী বাদশাদের মতো অত্যাচারী) বাদশাহ নই, আমি কুরাইশদের ঐ মহিলার সন্তান যিনি মক্কায়ে মুকাররমায় থাকতেন আর শুকনো মাংস আহার করতেন।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০১)

www.dawateislami.net

اَللّٰہُ اَکْبَرُ **হে আশিকানে রাসূল!** অনুমান করুন! নবুয়তের যবান থেকে এই সুমধুর ও মিষ্টি কথা শুনে ঐ ব্যক্তির মন কিরূপ প্রশান্ত হয়ে গিয়েছিলো, তার অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ কিভাবে জ্বলে উঠেছে।

হাদীসে পাকের অবশিষ্ট অংশ: হে আশিকানে রাসূল! ঐ ব্যক্তি যার উপর নবুয়তের প্রভাব পড়েছিল, যখন সে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তিময় বাণী শুনলেন তখন তার মাঝে যেই কম্পন সৃষ্টি অব্যাহত ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল, এখন সে **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তার প্রয়োজনের কথা উপস্থাপন করলো। এরপর **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়ালেন আর ইরশাদ করলেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় আমার নিকট অহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেন বিনয় অবলম্বন করার নির্দেশ দিই। ব্যস বিনয় অবলম্বন করো! তোমাদের মধ্যে কেউ অপরের সাথে অন্যায় করোনা, কেউ কারো উপর অহংকার করোনা। হে **আল্লাহ**র বান্দাগণ! ভাই ভাই হয়ে যাও। **(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০১)**

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উপর আবশ্যক হলো যে, আমরা যেনো ইসলামের উজ্জল শিক্ষার উপর আমল করি, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুগত বান্দা হয়ে যাই এবং যথাসম্ভব অপরকে হীনমন্যতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। **আল্লাহ পাক** আমাদের আমল করার তাওফিক দান করো। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হীনমন্যতার দুটি প্রকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একবার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকারায় হীনমন্যতার ব্যাপারে মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বলেন: হীনমন্যতা শরয়ী পরিভাষা নয়, অনেক সময় হীনমন্যতা মানুষকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় আর অনেক সময় হীনমন্যতা অনেক জরুরী হয়ে থাকে, যেমন; আমলের দিক দিয়ে হীনমন্যতা জরুরী, (অর্থাৎ লোক এটা মনে করবে যে,) আমার নিকট কোন নেকীই নেই, বান্দা নেকীর লোভ বাড়াতেই থাকবে, বৃদ্ধি করতেই থাকবে, নেকীর ব্যাপারে এমন কোন স্থান নেই যে, বান্দা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, ব্যস এখন আমি অনেক নেকী করে নিয়েছি, আমার আর কোন নেকীর প্রয়োজন নেই, সুতরাং আমলের ব্যাপারে জরুরী হলো বান্দা নিজে নিজেকে ছোট মনে করবে আর কখনো নিজেকে নেককার মনে করবে না, একটি মূহুর্তের কোটি ভাগের জন্যও নিজের মস্তিষ্কে এই বিষয়টি আনবে না যে, আমি অনেক নেককার এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট মকবুল, কেননা কারো জানা নেই যে, তার ব্যাপারে **আল্লাহ পাকে**র গোপন সিদ্ধান্ত কি? বান্দা যেনো সর্বদা **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকে আর নিজেকে গুনাহগার মনে করতে থাকে।

এখন রইল দুনিয়াবী ক্ষেত্রে হীনমন্যতা: যেমন কোন সম্পদশালীকে দেখে ছোট করতে থাকে আর হীনমন্যতার শিকার হতে থাকে যে ✲ এর নিকট বাংলো রয়েছে আর আমার ফ্লাট (Flat) ✲ এর নিকট নিজস্ব ফ্লাট আর আমি ভাড়া থাকি ✲ এর কার আছে আর আমার মোটর সাইকেল ✲ এর মোটর সাইকেল রয়েছে আর আমার সাইকেল

www.dawateislami.net

✲ এর নিকট সাইকেল আছে আর আমি পায়ে হেঁটে চলাচল করি ✲ সে স্বাস্থ্যবান আর আমি দূর্বল ✲ সে সুস্থ সবল আর আমি রোগাক্রান্ত, এভাবে নিজের উপরের স্থানের লোকদের দেখে যদি কেউ কোন হীনমন্যতার শিকার হতে থাকে তবে কোন লাভ নেই, ক্ষতি আর ক্ষতি বরং এভাবে নিজেকে হীন মনে করাটা হিংসার মধ্যে পতিত করতে পারে।

এইভাবে হীনমন্যতার দুই প্রকার হলো: (১) দ্বীনি বিষয়ে আমলের (অর্থাৎ নেকীর) ক্ষেত্রে হীনমন্যতা; এটা আবশ্যক, এটা হওয়া উচিত আর (২) দুনিয়াবী ক্ষেত্রে হীনমন্যতা; এটা কোন ভাল বিষয় নয়।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন: হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট একটি পাত্র ছিলো, তিনি সেই পাত্রটিও ফেলে দিলেন (অর্থাৎ নিজের নিকট রাখলেন না) যে, এটাও দুনিয়ার সম্পদ, এটা আমার প্রয়োজন নেই, আমি হাত দ্বারা পানি পান করে নিবো। **(কুতুল কুলুব, অনুবাদকৃত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২)**

অর্থাৎ অপরের সম্পদ দেখে স্বয়ং নিজে সম্পদশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে যেই স্বল্প মাল (অর্থাৎ পাত্র) ছিল, তাও তিনি তাঁর নিকট রাখলেন না। অনুরূপভাবে আরো অনেক বুযুর্গুদের ঘটনা রয়েছে যে, তারা নিজেদের নিকট কিছুই রাখতেন না, যা আসতো বন্টন করে দিতেন। স্বয়ং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে অন্য সময়ের (আহার করার) জন্য কিছু বাঁচিয়ে রাখতেন না। তেমনিভাবে অনেক আউলিয়ায়ে কিরামের ঘটনা রয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক সময় আহার করতেন, আর যা বেঁচে

www.dawateislami.net

যেতো তা দান সদকা করে দিতেন, অন্য খাবার পাওয়ার কোন প্রকাশ্য উপায় নেই, **আল্লাহ পাকের** ঐ নেককার বান্দাগণ তাওয়াক্কুল করতেন, **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করতেন, যদি কোন মানুষকে অনুসরণ করতে হয় তবে এসব মনিষীদের করুন। আহ! যদি এসব মনিষীদের কদমের ধুলি আমাদের নসীব হয়ে যেতো, আমাদেরও যদি **আল্লাহ পাকের** দরবারে কোন মর্যাদা হয়ে যেতো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হীনমন্যতা থেকে বেঁচে থাকার ৩টি উপায়

হে আশিকানে রাসূল! মনবিজ্ঞানীদের মতে হীনমন্যতা স্বয়ং কোন বিষয় নয়, এটা শুধুমাত্র একটি অনুভূতি। যে ব্যক্তি হীনমন্যতার শিকার হয়ে থাকে, সে মূলত ৩টি বা এই ৩টির মধ্যে একটি মানসিক রোগের শিকার হয়ে থাকে, এজন্য সে ঐ হীনমন্যতায় পতিত হয়ে যায়। সেই ৩টি মানসিক রোগ হলো: (১) অকৃতজ্ঞতা (২) Aimlessness (জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকা) (৩) আত্মতুষ্টি।

১ - কৃতজ্ঞ হয়ে যান...!

যেসব লোক বঞ্চনা মানসিকতার শিকার হয়, সে কোন না কোন সময় নিজের উপর কুধানার বশবর্তি হয়ে থাকে, তাদের মনে হয় যে, আমার তো কিছুই নেই, আমার কপালে তো ব্যস বঞ্চনা আর বঞ্চনাই, অথচ এমনটি হয়না, **আল্লাহ পাক** প্রত্যেককে তাঁর নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ নেই যে, অসংখ্য নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়নি, অবশ্য যদি কেউ অন্ধ হয়, লেংড়া হয়, বধির হয়, গরীব, ফকির হয়, এসবকিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও তার নিকট কোটি কোটি টাকার

www.dawateislami.net

নেয়ামত সব সময় বিদ্যমান থাকে, **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি **আল্লাহ**র অনুগ্রহসমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

এই আয়াতে মুবারকার ব্যাপারে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন! এটা আসলেই সত্য, **আল্লাহ পাক** সকলকে এতই নেয়ামত দান করেছেন যে, আমরা চাইলেও সেগুলো গণনা করতে পারবো না, হাত **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত, কান **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত, পা **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত, মাথা **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত, মস্তিষ্ক **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত, দেহের ভেতরের গঠন, হৃদয়, বক্ষ, শ্বাসযন্ত্র, পেট, অন্ত্র, এসবকিছু **আল্লাহ পাক**রই তো নেয়ামত, এসব নেয়ামতগুলো গণনা করা তো দূরের কথা, আমাদের অনেক সময় এসব নেয়ামতের নামও জানা নেই, জি হ্যাঁ! আমাদের দেহের ভেতরের গঠনের মধ্যে কতো অঙ্গাদি এমন রয়েছে, যেগুলো আমরা ব্যবহার তো করছি কিন্তু আমরা সেগুলোর নামও জানিনা, এসবকিছু **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত তো বটেই।

একজন ধনী ব্যক্তির সবচেয়ে বড় আশা

একজন অনেক বড় ধনী ব্যক্তি ছিলো, তার চোখের পলক অর্থাৎ চোখের আবরণের চামড়া কাজ করা বন্ধ করে দিলো, এই স্বয়ংক্রিয় (Automatic) পদ্ধতি, যা **আল্লাহ পাক** আমাদের দান করেছেন, সামান্য খড়কুটো চোখে এসে পড়ে, তখন চোখ নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

ঐ ধনী ব্যক্তির এই সমস্যা হলো যে, তার চোখের পাতার পেশী কাজ করা বন্ধ করে দিলো আর তার পলকের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নিস্তেজ হয়ে গেলো অর্থাৎ সেটা নিজের ইচ্ছায় চোখ বন্ধ করতে পারছে না, দুনিয়ার ধনী লোক ছিলো, লক্ষ কোটি টাকা চিকিৎসার জন্য খরচ করলো কিন্তু কোন কাজ হলোনা। একবার কেউ সেই ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো: জনাব! আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় আশা কি? সে প্রশান্তভাবে বললো: আহ! আমি যদি আমার চোখ নিজের ইচ্ছায় খুলতে পারতাম।

গভীরভাবে ভাবুন! এটা **আল্লাহ পাকের** কতো বড় নেয়ামত, যা আমরা বিনামূল্যে পেয়েছি। আমাদের চিন্তাধারা হলো আমরা আমাদের বঞ্চিত বিষয়াদির প্রতি মনোনিবেশ করে থাকি কিন্তু **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের প্রতি মনোনিবেশ করি না।

হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর বিজ্ঞ বাণী

হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا প্রসিদ্ধ অলিয়া, খুবই নেককার, ইবাদতগুজার ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ বিন আমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর ঘর মুবারকে মোট ৬টি জিনিস ছিলো: (১) একটি মাদুর (২) একটি মটকা (৩) একটি পাত্র এবং (৪) একটি মোটা কাপড় ছিলো, তা পরিধান করে তিনি নামায আদায় করতেন এবং আরাম করতেন (৬-৫) প্রায় ২ গজ লম্বা বাঁশের খুঁটি ছিলো, যার উপর কাপনের কাপড় ঝুলানো ছিল।

একবার হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর অসচ্ছলতা ও করুন অবস্থা দেখে বললেন: হে উম্মে আমর!

www.dawateislami.net

আমি আপনাকে অনুগ্রহের উপযুক্ত দেখছি, যদি আপনি অমুক অমুক প্রতিবেশির নিকট যান তবে এরকম অবস্থায় থাকতে দিবে না (অর্থাৎ তারা আপনাকে আর্থিক খেদমত করাকে নিজেদের জন্য সম্মানের মনে করবে)। এতে হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন: সুফিয়ান! তুমি আমার অবস্থায় কি কমতি দেখেছো! আমি কি মুসলমান নই? ইসলাম সেই সম্মান যার সাথে অসম্মান নেই, ইসলামী ঐ সম্পদশালী যার সাথে মুখাপেক্ষিতা নেই, ইসলাম ঐ ভালবাসা, যার সাথে বিভীষিকা নেই। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি দুনিয়ার সত্যিকার মালিক (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) এর নিকট দুনিয়া চাইতে লজ্জাবোধ করি, যারা দুনিয়ার মালিকই নয় (যেমন সম্পদশালী লোক, এদের) নিকট দুনিয়া কিভাবে চাইব?

(ওয়াফিয়াতুল আয়ান, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২৮)

হে আশিকানে রাসূল! হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর এই মুবারক ধরনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করুন! একটা হলো; তিনি অল্পতুষ্টতা অবলম্বন করেছেন! মানুষের সামনে হাত বাড়ানো পছন্দ করেননি, দ্বিতীয়টি হলো; এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন যে, হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সামনে যখন তার দারিদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা হলো, তখন তিনি বললেন: হে সুফিয়ান! তুমি আমার অবস্থায় কী কমতি দেখেছো? আমি কি মুসলমান নই? ইসলাম হলো ঐ সম্মান যার সাথে কোন অপমান নেই, ইসলাম হলো সম্পদশালী যার সাথে কোন মুখাপেক্ষিতা নেই।

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও হযরত রাবিয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সদকায় সর্বদা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেয়ামতসমূহকে স্মরণে রাখুন...!

বর্তমানে দুনিয়ায় গরীব তো অনেক রয়েছে, অসহায়, দরিদ্র তো অনেক রয়েছে কিন্তু এমন গরীব হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা এটা বলে যে, আমার ঈমানের দৌলত আছে, আমি অনেক বড় ধনী, কেননা ঈমান হলো সবচেয়ে বড় দৌলত, যদি ধন ও সম্পদের গুরুত্ব ঈমানের চেয়ে বেশি হতো তবে কারূন ধ্বংস হতো না, যদি শক্তি, ক্ষমতা ও রাজত্বের গুরুত্ব ঈমানের চেয়ে বেশি হতো তবে ফেরাউন ধ্বংস হতো না, ঈমান সবচেয়ে বড় দৌলত, আমাদের এই অমূল্য রত্ন রয়েছে, এর পরও নিজের বাহ্যিক দারিদ্রতা দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়ে যায়।

আহ! আমরা যেনো **আল্লাহ পাকে**র দেয়া নেয়ামতসমূহ স্মরণকারী হয়ে যাই। বিশ্বাস করুন! যতটুকু আমরা আমাদের বঞ্চিত বিষয়াদির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করি, ততটুকু যদি **আল্লাহ পাকে**র দেয়া নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা শুরু করে দিই তবে বঞ্চিত হওয়া বিষয়াদির ব্যাপারে হীনমন্যতা দূর হয়ে যাবে। এজন্য যদি প্রশান্তিময়, নিরাপদ, সুখী জীবন অতিবাহিত করতে চাই তবে **আল্লাহ পাকে**র দেয়া নেয়ামতসমূহ স্মরনে রাখার অভ্যাস করি। আমার কি নেই এটা ভাবার পরিবর্তে এটা ভাবী যে, আমি কি কি পেয়েছি! اِنْ شَآءَ الله দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতা আদায়ের উপকারীতা

পারা ১৩, সূরা ইব্রাহীমের ৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর স্বরণ করো! যখন তোমাদের প্রতিপালক শুনিয়ে

www.dawateislami.net

لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭)

দিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরও অধিক দিবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি কঠোর।'

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে: প্রতীয়মান হলো; কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে নেয়ামত বৃদ্ধি হয়, কৃতজ্ঞতার বাস্তবতা হলো যে, নেয়ামত প্রদানকারীর সম্মানের সহিত নেয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং নফসকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করা। এখানে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো যে, যখন **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামতসমূহ ও তাঁর বিভিন্ন ধরনের দয়া ও অনুগ্রহ এবং অনুদানের চর্চা করা হয় তখন তাঁর কৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে থাকে, এর দ্বারা নেয়ামত আরো বৃদ্ধি পায় আর বান্দার অন্তরে **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা বাড়তে থাকে, এটি খুবই সমুন্নত মর্যাদা ও এরচেয়ে উচ্চ মর্যাদা হলো; নেয়ামত প্রদানকারীর ভালবাসা এই পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া যে, অন্তর নেয়ামতের প্রতি ধাবিত হওয়া অবশিষ্ট না থাকা, এই মর্যাদা সিদ্দিকিনদের।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৩, সূরা ইব্রাহীম, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

কৃতজ্ঞতার ফযীলত ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তাওফিক পেয়েছে, সে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে না, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

(পারা ২৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরও অধিক দিবো।'

www.dawateislami.net

যাকে তাওবার তাওফিক দান করা হয়েছে, সে তাওবা কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে না, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ

(পারা ২৫, সূরা শুরা, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনিই যে তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।

(দুররে মানছুর, পারা: ১৩, সূরা ইব্রাহীম, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

“اَلْحَمْدُ لِلّٰه” বলার অভ্যাস করুন...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হীনমন্যতা থেকে বাঁচার খুবই সহজ সমাধান হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার অভ্যাস বানিয়ে নেয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা মানে **আল্লাহ পাকের** প্রতি কৃতজ্ঞতা আর এটাকে সবচেয়ে উত্তম কৃতজ্ঞতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেকোন কল্যাণকর কিছু হলে তবে এর দোয়া হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه। যদি আমরা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শুধুমাত্র এটা চিন্তা করি যে আমার জীবনে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার কতো সুযোগ রয়েছে হয়তো আমরা তা গণনা করতে পারবো না। ✲ সকালে চোখ খুলি, এটাও একটি নেয়ামত, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ বিছানা থেকে উঠছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ পা নিরাপদ রয়েছে, জুতা পরিধান করার মনস্থির করছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ দাঁড়ানোর উপক্রম হচ্ছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ হাঁটু নড়ছে অর্থাৎ হাঁটার উপযুক্ত হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ কাজের জন্য বের হচ্ছি, **আল্লাহ পাক** তাওফিক দিয়েছেন তাইতো বের হয়েছি সুতরাং اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ সন্ধায় ঘরে পৌঁছেছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ সন্তানদের দেখেছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন ✲ পানি

www.dawateislami.net

পান করেছি তো اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✲ খাবার খাচ্ছি তো اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✲ চা পান করেছি তো اَلْحَمْدُ لِلّٰه। এভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার অভ্যাস বানিয়ে নিন। যদি আমরা শুধুমাত্র اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার সুযোগগুলো গণনা করি আর সেইসময়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার অভ্যাসও করি তবে اِنْ شَآءَ الله নিজের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়াদির ব্যাপারে চিন্তা করার সময়ই থাকবে না।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলার একটি অনন্য উপকার

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐ মধুর বাক্য, যা মুখে আসে পরে, কিন্তু পূর্বে ঠোঁটে মুচকি হাসি ছড়িয়ে দেয়। জি হ্যাঁ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার চাহিদা হলো যে, বান্দা যেনো মুচকি হেসে বলে। আপনি হয়তো কখনো দেখেননি যে, কেউ কান্নারত অবস্থায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেছে, হয়তো এরকম কখনো হবে না যে, বান্দার চেহারার রঙ পরিবর্তিত হয়েছে আর সে মুখে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলছে। সাধারণত লোকেরা যখনই اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন মুচকি হেসেই বলে, যদি আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার অভ্যাস বানিয়ে নিই, اِنْ شَآءَ الله নেকীও অর্জন হবে, চেহারায় মুচকি হাসিও ছড়িয়ে পড়বে আর **আল্লাহ** চান তো হীনমন্যতা থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবো।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলার ফযীলত

✲ **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: ঢাল (অর্থাৎ শত্রুদের হামলা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার) উঠাও! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শত্রুরা কি হামলা

www.dawateislami.net

করেছে? ইরশাদ করলেন: না (শত্রুরা হামলা করেনি) বরং জাহান্নামের মোকাবেলায় নিজেদের ঢাল উঠিয়ে নাও এবং سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করো, কেননা এই বাক্যগুলো কিয়ামতের দিন আগে ও পরে তোমাদের হেফাযত করবে। **(মুসতাদরাক আলাস সালিহীন, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৩৫, হাদীস: ২০২৯)** আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে কি কেউ প্রতিদিন উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ আমল করার সামর্থ রাখো? আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রতিদিন উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ আমল করার শক্তি কার আছে? ইরশাদ করলেন: তোমরা সকলেই সেটার সামর্থ রাখো। আরয করা হলো: কিভাবে? ইরশাদ করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলাটা উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান। **(মুজামে কবীর, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৭৯-২৮০, হাদীস: ১৪৮১২)**

✲ হযরত আবু মালেক আশআরী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলাটা মিযান (নেকীর পাল্লা) পূর্ণ করে দেয়। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০৬, হাদীস: ২২৩)** ✲ অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার দ্বারা এতো সাওয়াব হয়ে থাকে যে, কিয়ামতের দিন যখন এই সাওয়াব আমলের পাল্লায় রাখা হবে, তখন পাল্লা পূর্ণ হয়ে যাবে। **(ফয়যুল কদীর, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৪)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ও اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে মুখকে **আল্লাহ পাকে**র যিকির দ্বারা সতেজ রাখার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

২ - নিজের যোগ্যতাগুলোর ব্যাপারে জানুন...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হীনমন্যতার শিকার হওয়ার একটি বড় ও অন্যতম কারণ হলো; নিজের সম্পর্কে না জানা। সাধারণত হীনমন্যতার শিকার ঐ লোকেরাই হয়ে থাকে, যারা নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে জানে না, তার নিকট জীবনের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না।

যখন বান্দা নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে নেয়, অতঃপর ঐ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে, তখন সে নিজের রাস্তায় হাঁটে, অতঃপর সে অন্যের দিকে আর তাকায় না, বরং সে নিজের যোগ্যতার দিকেই গভীর মনযোগ দিয়ে থাকে। একে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন; এক ব্যক্তি যার ঘর ধরুন চট্টগ্রাম শহরে আর সে কাজ করে কুমিল্লায়, যখন সে কাজ থেকে ছুটি পায় চট্টগ্রামের গাড়িতে গিয়ে বসে আর নিজের ঘরের দিকে গমন করে। আপনি কি কখনো এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন যার ঘর চট্টগ্রামে কিন্তু সে ঢাকার দিকে গমনকারীদের দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়ে গেলো যে, অমুকের কথা কি আর বলবো! সে ঢাকা যাচ্ছে আর আমি হতভাগা চট্টগ্রামের গাড়িতে বসে আছি? এমনটি কখনোই হয় না, এরূপ বিষয় নিয়ে মানুষ হীনমন্যতার শিকার হয়না। কেন হয়না? এজন্য যে, সে জানে আমার বাড়ি হলো চট্টগ্রামে, আমাকে চট্টগ্রামেই যেতে হবে, সুতরাং অন্য কোন শহরের গাড়িতে বসা সফরকারীকে দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়না। অনুরূপভাবে যখন আমরা আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে যাবো, নিজের জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিবো اِنْ شَآءَ الله আমরা আপন আপন রাস্তায় গমন করবো, অন্য কোন পথে গমনকারীকে দেখে হীনমন্যতার শিকার হবো না।

www.dawateislami.net

‘রব’ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

মনে রাখবেন! এই দুনিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে, **আল্লাহ পাক** এক একজনকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা দান করেছেন, এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সফলতা ও উন্নতি অর্জন করে থাকে। দেখুন! **আল্লাহ পাক** আমাদের প্রতিপালক বরং বিশ্ব জাহানের মালিক, আপনি কি জানেন: ‘রব‘ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা কি? এটি খুবই হিকমতপূর্ণ পয়েন্ট, যদি আমরা ‘রব‘ শব্দের অর্থ জেনে নিই তবে হীনমন্যতা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লামা মাহমুদ আলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ‘রব’ শব্দের অর্থ হলো: প্রশিক্ষণ প্রদানকারী আর প্রশিক্ষণ মানে: تَبْلِيْغُ الشَّيْءِ اِلٰى كَمَالِهٖ بِحَسْبِ اِسْتِعْدَادِهِ الْاَزَلِيِّ شَيْئاً فَشَيْئًا অর্থাৎ কোন জিনিসকে তার সৃষ্টিগত যোগ্যতা অনুযায়ী সফলতার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া। **(তাফসীরে রুহুল মাআনী, পারা: ১, সূরা ফাতেহা, আয়াতের পাদটিকা: ১, অংশ: ১, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৪)** এখন ‘রব’ শব্দের অর্থ হবে: প্রতিটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত যোগ্যতা অনুযায়ী পরিপূর্ণতার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছানোকারী।

বুঝা গেলো **আল্লাহ পাক** প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা দান করেছেন আর প্রতিটি জিনিসকে সেটার যোগ্যতা অনুযায়ী সফলতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন। যেমন; আম গাছে সর্বদা আমই ধরে থাকে, আম গাছে কখনো পেয়ারা ধরে না, আপেল গাছে আপেল ধরে, তাতে আম ধরে না, সুতরাং আমের আঁটি থেকে আমের গাছ বের হয়, এরপর এতে আমের ফল ধরানো, এটাই রুবুবিয়্যত। হ্যাঁ! যদি আম গাছে আমের স্থলে আপেল ধরে তবে তা **আল্লাহ পাকে**র কুদরত। অতএব! এই

www.dawateislami.net

দুনিয়ায় প্রত্যেককেই সৃষ্টিগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিকাশ ঘটায় ও পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে থাকে।

সকলের যোগ্যতা অনুযায়ী উপায় পেয়ে থাকে

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ অর্থাৎ প্রত্যেকেই তা পেয়ে থাকে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ৭৪১, হাদীস: ৪৭০৯)

অর্থাৎ যাকে যেই স্বভাব দান করা হয়েছে, যাকে সৃষ্টিগতভাবে যেই যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, তাকে সেই যোগ্যতা অনুযায়ী উপায়ও প্রদান করা হয়। **(ফয়যুল কদীর, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৫, হাদীস: ৬৩৫৮)**

প্রতীয়মান হলো; এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও সৃষ্টিগত স্বভাব ভিন্ন, সুতরাং বিভিন্নজনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এখন আমরা অন্যকে দেখে হীনমন্যতার শিকার হতে থাকি যে, অমুক এই নেয়ামত পেয়েছে, আমি পাইনি। তো ভাই চিন্তা করুন! তার সৃষ্টিও আলাদা, সুতরাং তার নেয়ামতও আলাদা, আপনার সৃষ্টি অন্য কিছু, আপনাকে আপনার মতো নেয়ামত দেয়া হয়েছে, অন্য ভাষায় এভাবে বলুন! যার ঘর ঢাকায় সে ঢাকার গাড়িতে বসে আছে, যার ঘর চট্টগ্রামে সে চট্টগ্রামের গাড়িতে বসে আছে। এখানে হীনমন্যতার শিকার হওয়ার কি আছে..?

সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত হই, অতঃপর নিজেদের জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ

www.dawateislami.net

করা আর সেই অনুযায়ী প্রচেষ্টা শুরু করা। اِنْ شَآءَ الله সফলতা আমাদের ভাগ্য হবে।

নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত কিছু মহান লোক

কোটি কোটি হানাফিদের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ইমাম, তিনি পূর্বে ব্যবসা করতেন, একদিন ইমাম শাবয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো, ইমাম শাবয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মেধা দেখলেন তখন তাঁকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার ও ওলামা কিরামের সংস্পর্শে বসার পরামর্শ দিলেন। ব্যস তখনই ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ব্যবসা ছাড়লেন আর ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলেন, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই মর্যাদায় সমাসিন হয়ে গেলেন যে, তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় মুফতি, সবচেয়ে বড় ইমাম ও মুজতাহিদ হয়ে গেলেন। **(আল খয়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা: ৩৭)**

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে হাদীসের অনেক বড় ইমাম, তাঁর লিখিত হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফ অনেক উচ্চ মর্যাদার কিতাব, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স মুবারক ছিলো ১০ বছর, তিনি ৭০ হাজার হাদীসে পাক মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। **(আল খয়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা: ৩৭)**

হুযুর মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সর্দার আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব, তিনি ইন্টারমিডিয়েট এর শিক্ষার্থী ছিলেন, একদিন লাহোরের জামে মসজিদ ওযিরখানে একটি জলসা হলো, সেই জলসায় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামিদ রযা খান সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরিফ এনেছিলেন, মুহাদ্দিসে আযম

www.dawateislami.net

পাকিস্তান মাওলানা সর্দার আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি ঐসময় অল্প বয়সী ছিলেন, তিনিও সেই জলসায় অংশগ্রহন করলেন, তখন তাঁর শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মাওলানা হামিদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাক্ষাত করার ও হাত মুবারক চুম্বন করার সৌভাগ্য নসীব হলো, ব্যস অলিয়ে কামিলের যিয়ারতের বরকত ছিলো যে, মাওলানা সর্দার আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, তিনি জলসার পর হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামিদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: এখন আমার আর দুনিয়াবী ইলমের প্রতি আগ্রহ নেই, আমি ইলমী দ্বীন অর্জন করতে চাই। হুজ্জাতুল ইসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে নিজের সাথে বেরেলী শরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে তিনি ইলমে দ্বীন অর্জন করতে রইলেন, অতঃপর ঐসময়টিও আসলো যে, মাওলানা সর্দার আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান উপাধি লাভে প্রসদ্ধি হলেন আর ইলম ও আমলে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করলেন। মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার মুবারক পাঞ্জাবের শহর ফয়সালাবাদে অবস্থিত। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, যার যেমন স্বভাব, তার তেমনই উপায় অর্জিত হয়ে যায়, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেনো অপরের সাথে নিজের তুলনা (Comparison) না করি বরং নিজেদের যোগ্যতার ব্যাপারে অবগত হই, এই দুনিয়ায় নিজের আলাদা গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা। যদি আমরা স্বয়ং নিজেকে চিনে নিই, নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে

www.dawateislami.net

জেনে নিই তবে اِنْ شَآءَ الله হীনমন্যতা থেকে বেঁচে যাবো। **আল্লাহ পাক** আমাদের আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর আগ্রহ বৃদ্ধি করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, কৃতজ্ঞতা আদায়ের অভ্যাস করা, নেক ও জায়িয কাজের প্রচেষ্টার আগ্রহ পাওয়া, **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের প্রেরণা নিজের অন্তরে জাগ্রত করা, নেকীর উপর অটল ও পিতামাতার আনুগত্য করার আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা' ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংগ্রহন করুন। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি দ্বীনি কাজ হলো "এলাকায়ে দাওরা"। এই দ্বীনি কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন; "এলাকায়ে দাওরা" এর বরকতে মসজিদ পরিপূর্ণ থাকে, এলাকায় অনেক বেশি দ্বীনি কাজ ছড়িয়ে পড়ে, নতুন নতুন ইসলামী ভাই দ্বীনি পরিবেশের নিকটবর্তী এসে যায়, এলাকায়ে দাওরার বরকতে বেনামাযীর নামাযী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হতে পারে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ায় অংশগ্রহন করা যায়। নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হয়ে থাকে।

আসুন! উৎসাহের জন্য "এলাকায়ে দাওরা" এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমন;

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

মুর্শিদের শহরের এক ইসলামী ভাইয়ের কাফেলা পাঞ্জাবের একটি শহরের মসজিদে গিয়ে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, দরজা

www.dawateislami.net

খুলে দেখলো প্রতিটি জায়গায় ধুলোর স্তুপ, এমন মনে হচ্ছিল যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদটি বন্ধ রয়েছে, তারা সকলে মিলে পরিষ্কার করলো, আসরের নামাযের পর এলাকায়ে দাওরার জন্য খেলার মাঠে গিয়ে পৌঁছলো আর খেলায়রত যুবকদের নেকীর দাওয়াত দিল اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক যুবক তখরই তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে তাদের সাথে নামায পড়লো আর সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটি পূর্ণ করার নিয়্যত করে নিলো। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত একজন বয়স্ক ব্যক্তি কান্না করতে করতে বলতে লাগলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আশিকানে রাসূল ও এলাকায়ে দাওরার বরকতে এই মসজিদটি আবাদ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩ - পরিশ্রমী হয়ে যান...!

হে আশিকানে রাসূল! হীনমন্যতার শিকার হওয়ার তৃতীয় বড় কারণ হলো আত্মতৃপ্তি। হীনমন্যতার শিকার হওয়া অধিকাংশ লোক বাহানা খুঁজে থাকে, তাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদের অলসতার সামনে হীনমন্যতার মুখোশ লাগিয়ে দেয়, অর্থাৎ সত্যিকার্থে এরা পরিপূর্ণভাবে পরিশ্রম করে না, যেহেতু পরিশ্রম করে না তখন স্বভাবতই তারা সফলতা অর্জন করতে পারে না, যেখানে সফলতা নেই, তখনই হীনমন্যতার শিকার হয়ে যায়, হীনমন্যতার শিকার অনেক লোক এটা বলে থাকে: জনাব! আমি অনেক শ্রম দিয়েছি কিন্তু আমি ঐ মর্যাদা পায়নি যার আমি যোগ্য ছিলাম। এরূপ লোক যেই পরিশ্রম করেছে, তা যদি একটু মনযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে বুঝা যাবে যে, সত্যিকার্থে এসব লোক পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

পরিশ্রম করে না, এজন্যই অকৃতকার্য রয়ে যায়। অনেক ইসলামী ভাই মুবাল্লিগদের দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়ে থাকে। যেমন; অমুক ইসলামী ভাই খুব সুন্দর বয়ান করে, আমিতো দরসও দিতে পারিনা। অমুক ইসলামী ভাই যেখানে যায় ১২ দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে দেয়, আমি তো একটি দ্বীনি কাজও করতে পারি না। এভাবে সে হীনমন্যতার স্বীকার হয়ে থাকে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভাই! আপনারা কি কখনো দরস ও বয়ানের জন্য পরিশ্রম করেছেন? তখন হয়তো নেতিবাচক উত্তর আসবে। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা দ্বীনি কাজের জন্য প্রতিদিন কতটুকু সময় ব্যয় করেন? তখন হয়তো এর উত্তরও পাওয়া যাবে না।

মোটকথা: হীনমন্যতার শিকার হওয়া লোক যারা কিছু অর্জন করতে চায়, সত্যিকার্থে তারা এর জন্য পরিপূর্ণরূপে পরিশ্রম করে না এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদের অলসতাকে হীনমন্যতার পর্দা দ্বারা গোপন করে থাকে।

প্রতিটি সফলতার পেছনে পরিশ্রম থাকে

মনে রাখবেন! আমরা যেই ব্যক্তির সফলতা দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়ে থাকি, তাকে ঐ সফলতা থালায় (চষধঃব) রেখে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়নি, সে পরিশ্রম করেছে। যে আজকে সফল মুবাল্লিগ, সে পূর্বে মুবাল্লিগ ছিলো না, সেও যখন প্রথমবার বয়ান করেছিলো তখন তারও পা কেঁপেছিলো, তারও সংকোচবোধ হয়েছিলো কিন্তু সে পরিশ্রম করেছে, কষ্ট করেছে, অবিরাম চেষ্টা করেছে, অবশেষে তার কঠোর পরিশ্রম সার্থক হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে দক্ষ মুবাল্লিগ বানিয়ে দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যাদেরকে আমাদের দৃষ্টিতে সফল

www.dawateislami.net

দেখা যায়, সেই সাফল্যের পেছনে রয়েছে পরিশ্রমের পরিপূর্ণ একটি গল্প কিন্তু আমরা তার পরিশ্রমগুলো দেখি না, শুধুমাত্র তার সফলতাকে দেখে হীনমন্যতার শিকার হয়ে যাই।

আলীশান বাংলো কেনার আকাংক্ষা

এক গরীব ব্যক্তি ছিলো, সে কোথাও দিয়ে অতিক্রম করছিল, তার দৃষ্টি একটি আলীশান বাংলোর দিকে পড়লো, খুব সুন্দর প্রাসাদ ও আলীশান ভবন দেখে তার হৃদয় প্রলুব্ধ হলো, তার মনে স্পৃহা সৃষ্টি হলো আহ! কোনভাবে যদি আমি এরূপ একটি আলীশান ভবন বানাতে পারতাম। এখন সে ঐ আলীশান বাংলোতে নক করলো। দারওয়ান দরজা খুললো। গরীব লোকটি আবেদন করলো যে, আমি এই বাংলোর মালিকের সাথে দেখা করতে চাই। সুতরাং তাকে বাংলোর মালিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। গরীব লোকটি বাংলোর মালিককে জিজ্ঞাসা করলো: জনাব! আমিও এরূপ আলীশান ঘর বানাতে চাই, এর জন্য আমাকে কী করতে হবে? বাংলোর মালিক খুবই সহজ ও সরলভাবে উত্তর দিলো: চকলেটের বক্স কিনে ফুটপাতে বিক্রি করা শুরু করে দিন! গরীব লোকটি এই উত্তর শুনে অবাক হলো যে, আমি তাকে আলীশান বাংলো বানানোর পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করছি আর সে আমাকে ফুটপাতে বসার পরামর্শ দিচ্ছে। অতএব সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: জনাব! আমি আপনার কথা বুঝিনি...? বাংলোর মালিক বললো: সহজ সরল কথা, তুমি আমার ঘরের মতো ঘর কিনতে চাও, আমিও ফুটপাতে বসে চকলেট বিক্রি করা শুরু করেছিলাম, তুমিও সেটা শুরু করো! **আল্লাহ পাক** আমাকে পরিশ্রমের প্রতিফল দান করেছেন, তোমাকেও অবশ্যই দান করবেন।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! গভীরভাবে চিন্তা করুন! আলীশান বাংলোয় বসবাসকারী দুনিয়াবী দিক দিয়ে সফল লোকের পেছনে সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের কতো বড় গল্প ছিলো। তেমনিভাবে আমরাও যাকে দেখে হীনমন্যতায় ভুগে থাকি, আমাদের উচিত যে, হীনমন্যতার শিকার না হওয়া বরং তার মতো আগ্রহ ও স্পৃহার সহিত, আত্মবিশ্বাসের সহিত ভালোভাবে মন লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা, اِنْ شَآءَ الله সফলতা আমাদের পদ চুম্বন করবে।

মানুষ ও পশুর মাঝে একটি পার্থক্য

আমরা একটু চিন্তা করি; মানুষ ও পশুর মাঝে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পশু যা হওয়ার কথা সেটা হয়ে জন্ম নেয় আর মানুষ যা হওয়ার কথা তা বড় হয়ে তারপরই হয়। উদাহরণস্বরূপ; ঘোড়া যখন জন্ম নেয় তখন ঘোড়াই ভূমিষ্ট হয়ে থাকে আর বড় হয়ে ঘোড়াই থাকে, কখনো কি আপনারা দেখেছেন ঘোড়া বড় হয়ে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়েছে? এর বিপরীতে মানুষকে দেখুন তো! মানুষ যা হওয়ার কথা, তা এই দুনিয়াতে আসার পর বড় হওয়ার পরই হয়ে থাকে।

শুধুমাত্র দু'টি স্তর যেগুলো অসম্ভব অর্থাৎ যা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না: (১) একটি হলো নবুয়ত (২) দ্বিতীয়টি হলো বেলায়ত। এই দু'টি মর্যাদা **আল্লাহ পাক** যাকে চান দান করেন, বেলায়ত অর্জিত হতে পারে আর নবুয়ত তো শেষ হয়ে গেছে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসবে না।

www.dawateislami.net

মোটকথা: এই দু'টি মর্যাদা ব্যতীত অবশিষ্ট সবই অর্জন করা সম্ভব। মানুষ বড় হয়ে যা হতে চায় হতে পারবে, এর জন্য শুধুমাত্র ৩টি জিনিস প্রয়োজন: (১) বিশ্বাস (২) আগ্রহ এবং (৩) পরিশ্রম।

আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি দয়া হয়ে গেলো

আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ওমর তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন, দরসে নিযামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) এ তাঁর লিখিত অনেক কিতাব পড়ানো হয়ে থাকে। আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাযী শেরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পড়ালেখা করতেন আর তাঁকে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি দূর্বল ছাত্র মনে করা হতো। তাঁদের সহপাঠিরা তাঁকে দূর্বল (স্মরন শক্তির) কারণে মজা করতো। তবুও আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাহস হারাননি এবং চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে পড়া মুখস্ত করতেন, অতঃপর ভুলে যেতেন, পুনরায় মুখস্ত করতেন, এভাবে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে রইলেন। একবার তিনি পড়া মুখস্ত করাতে লিপ্ত ছিলেন, এরই মধ্যে এক অপরিচিত লোক আসলো আর বললো: মাসউদ! এসো! আমরা ঘুরতে যাই। আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রত্যুত্তরে বললেন: আমাকে ঘুরাঘুরি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। এভাবে এতো অধ্যয়ন করার পরও আমার কিছু বুঝে আসতো না, আর আমি ঘুরাফেরায় কিভাবে সময় নষ্ট করতে পারি? এটা শুনে ঐ অপরিচিত লোক চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তিটিই আসলো, সে পুনরায় আল্লামা তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ঘুরতে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলো, তিনি এবারও একই উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণ পর তৃতীয়বার ঐ একই ব্যক্তি আসলো, এবার সে বললো: আপনাকে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্মরন করেছেন। ব্যস এটা

www.dawateislami.net

শুনতেই আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল আর তিনি খালি পায়ে দীদারে মাহবুবের জন্য দৌঁড়ে গেলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শহরের বাইরে একটি বৃক্ষের নিচে আরাম করছিলেন, তিনি আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কে দেখে মুচকি হাসলেন আর ইরশাদ কে◌েলন: আমি বারবার ডাকার পরও তুমি আসোনি? আল্লামা তাফতাযানী বিনয়ের সাথে বললেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানতাম না যে, আপনি আমাকে ডেকেছেন? আপনি তো জানেন আমার দূর্বল স্মরন শক্তির ব্যাপারে, **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার দরবারে আরোগ্য লাভের প্রত্যাশী। আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর ফরিয়াদ শুনে দয়ার সাগরে ঢেউ উঠলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার মুখ খুলো! আল্লামা তাফতাযানী মুখ খুললেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের থুথু মুবারক তাঁর মুখে নিক্ষেপ করলেন আর দোয়াও করলেন।

দ্বিতীয় দিন যখন আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ক্লাসে পৌঁছলেন তখন তিনি সবকের মাঝখানে ওস্তাদকে কিছু প্রজ্ঞাময় প্রশ্ন করলেন, তাঁর সূক্ষ্ম ও ইলমী প্রশ্নগুলো শুনে ওস্তাদ সাহেব কাযী শেরাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বললেন: হে মাসউদ! আজকে তুমি সেই নেই, যে কাল ছিলে। বলো! ঘটনা কি? আল্লামা তাফতাযানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ওস্তাদকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন, তখন সম্মানীত শিক্ষক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه হতভম্ব হয়ে গেলেন।

(হাফিযা কেইসে মযবুত হো? ১১৯-১২১ পৃষ্ঠা)

কঠোর পরিশ্রমকারী সৌভাগ্যবানদের উপর অনেক সময় এমন অনুগ্রহও হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সকলকে পরিশ্রমী বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ানের সারমর্ম

মোটকথা হলো হীনমন্যতা একটি ক্ষতিকর ব্যধি, যা উন্নতি ও সফলতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় আর অনেক সময় হতাশা ও হিংসার মতো ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ রোগের কারণও হয়ে যায়। এটা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের উচিত যে, সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হওয়া, **আল্লাহ পাক** যেই নেয়ামত দান করেছেন, সেগুলোর উপর দৃষ্টি রাখা, যদি আমরা আমাদের বঞ্চিত হওয়া বিষয়াদি নিয়ে চিন্তাভাবনায় লিপ্ত হয়ে যাই, সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র দেয়া নেয়ামত গুলোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা, এর কৃতজ্ঞতা আদায় করা, اِنْ شَآءَ الله নেকীও পাবো, **আল্লাহ পাক** চাইলে নেয়ামতও বৃদ্ধি হবে, এর পাশাপাশি আমরা নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কেও জানতে পারবো, জীবনের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন আর **আল্লাহ পাকে**র উপর ভরসা রেখে পুর্ণ পরিশ্রম করুন। اِنْ شَآءَ الله সফলতা অর্জন হবে এবং হীনমন্যতা থেকে মুক্তিও পাওয়া যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। উন্নতি ও পতনের শত শত গল্প এই কথাটির সাক্ষ্য দেয় যে, যুগের লাগাম, ঐ জাতির হাতে রয়েছে, যেই জাতির তরুণ প্রজন্ম যতো বেশি আদর্শবান ও চরিত্রের অধিকারী ছিলো আর যেই জাতির তরুণ প্রজন্ম খেলাধূলায় মগ্ন ছিলো, তারা মাটিতে মিশে গেছে। আজ আমাদের অবস্থাও কিছুটা এরূপ, আমাদের তরুণ প্রজন্মকেও পতনের শিকার দেখা যাচ্ছে, কেননা আমাদের

www.dawateislami.net

শিক্ষার হার, প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা আর শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত করুণ, সকল সরকারী ও প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো; উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সম্পৃক্ত লোকদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা দেয়া। এই বিভাগটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাদেরকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের রঙে সজ্জিত করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে "নেক আমল" পুস্তিকা ছড়িয়ে দেয়া আর হোস্টেলে প্রাপ্তবংস্কদের মাদরাসাতুল মদীনা চালু করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পর্যন্ত অসংখ্য শিক্ষার্থী, গুনাহ থেকে তাওবা করে নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাত, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৫, হাদীস: ১৭৫)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা!
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

www.dawateislami.net

কৃতজ্ঞতার সুন্নাত ও মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কৃতজ্ঞতার ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** এটা পছন্দ করেন যে, বান্দা প্রতিটি গ্রাস ও চুমুকে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক। **(মুসলিম, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৩২)** (২) ইরশাদ করেন: তোমাদের উচিত মুখ যিকির ও অন্তর কৃতজ্ঞতা দ্বারা সতেজ রাখা। **(শুয়াইবুল ঈমান, ১/৪১৯, হাদীস: ৫৯০)** ✲ কৃতজ্ঞতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত **(শোকর কে ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা)** ✲ **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটিকা, ১৭২)** ✲ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার তৌফিক মহান সৌভাগ্য। **(প্রাগুক্ত, ১২ পৃষ্ঠা)** ✲ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নেয়ামতের নিরাপত্তা রয়েছে। **(প্রাগুক্ত)** ✲ কৃতজ্ঞতাই হলো নেয়ামত বৃদ্ধি হওয়ার কারণ। **(প্রাগুক্ত)** ✲ কৃতজ্ঞতা **আল্লাহ** ওয়ালাদের স্বভাব। **(প্রাগুক্ত)** ✲ কৃতজ্ঞতা হলো পাপ থেকে বেঁচে থাকা। **(প্রাগুক্ত)** ✲ কৃতজ্ঞতা নেয়ামতের পরিচয়। **(প্রাগুক্ত)** ✲ নেয়ামত প্রাপ্ত হওয়াতে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অবস্থায় বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। **(সিরাতুল জিনান, ৪/৪০৬)** ✲ কৃতজ্ঞতা ব্যতীত ইবাদত পরিপূর্ণ হয় না। **(বায়যাবী, ১/৪৪৯ পৃষ্ঠা, পারা ২, আয়াতের পাদটিকা: ১৭২)** ✲ কৃতজ্ঞতা হলো সমস্ত ইবাদতের মূল।

(তাফসিরে কবীর, ২/১৯১ পৃষ্ঠা, বাকারা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৭২)

ঘোষণা

কৃতজ্ঞতার অবশিষ্ট সুন্নাত ও মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা হবে সুতরাং তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

www.dawateislami.net